বাংলার কণ্ঠ

তারিখ 22 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ভারতীয় শিক্ষা মেলার উদ্বোধনকালে হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক এখন সোনালি অধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেছেন, 'বাংলাদেশ-ভারতের সম্পর্কের এখন সোনালি অধ্যায় চলছে। যেকোনো রাষ্ট্রের ভিত ও বিকাশ যুবসমাজের ওপর নির্ভরশীল। উন্নত যুবসমাজ গড়ে তুলতে শিক্ষাব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশ্বের কাছে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা উন্নতমানের বলে বিবেচিত হয়। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশও সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।'

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী ভারতীয় শিক্ষা মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শ্রিংলা এসব কথা বলেন।

'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' শীর্ষক শিক্ষা মেলা আজ শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলবে। এর আগে চট্টগ্রামেও একই ধরনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবারের মেলায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৩০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এবং আবাসিক স্কুল অংশ নিচ্ছে। এই মেলা আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করছে বাংলাদেশের ভারতীয় দূতাবাস।

হর্ষ বর্ধন শ্রিংলা বলেন, 'আমরা শিক্ষার্থীদের জন্য ভারতীয় ভিসা প্রক্রিয়া অনেক সহজ করেছি। তাদেরকে কোনো দুর্ভোগে পড়তে হবে না। বাংলাদেশের ৭০ শতাংশ জনগোষ্ঠীর বয়স ৪০ বছরের নিচে। এই শক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এই তরুণ প্রজন্ম প্রতিনিয়ত চাকরির বাজারে ঢুকছে। তাদের চ্যালেঞ্জ নিতে হচ্ছে। এ জন্য দরকার মানসম্মত শিক্ষা।'

বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের এই রাষ্ট্রদূত বলেন, 'গত দশকে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। পুরো ভারতে উন্নতমানের বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। তাদের অবকাঠামো, শিক্ষক ও কারিকুলাম সবই উন্নতমানের। তারা কম খরচে গুণগতমানের শিক্ষা দেয়। আর দুই দেশের সংস্কৃতি, খাদ্যাভ্যাস, ভাষাসহ অনেক কিছুরই মিল রয়েছে। ফলে এই শিক্ষা মেলা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভারতে পড়ার সুযোগকে আরো সহজ করে দেবে।'

জানা যায়, এই মেলার মূল উদ্দেশ্য ভারতে পড়তে ইচ্ছুক বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের তথ্য দেওয়া। এর মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকরা এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। ক্যামব্রিজ কারিকুলাম, ব্যাকলোরেট কারিকুলাম কিংবা ইন্ডিয়ান কারিকুলাম তিন মাধ্যমেই পড়ার সুযোগ দিচ্ছে মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

কোর্স ফি, ইনস্টলমেন্ট সিস্টেম, কোর্সের ডিমান্ড সম্পর্কেও বিস্তারিত জানার সুযোগ রয়েছে মেলায়। এ ছাড়া স্পট অ্যাডমিশনের সুযোগও রয়েছে।

মেলায় সারদা বিশ্ববিদ্যালয়, অমিতি বিশ্ববিদ্যালয়, এসআরএম বিশ্ববিদ্যালয়, আচার্য ইনস্টিটিউট, মানব রচনা বিশ্ববিদ্যালয়, অ্যালায়েন্স বিশ্ববিদ্যায়, লাভলি প্রফেশনাল বিশ্ববিদ্যালয়, মোদি বিশ্ববিদ্যালয়, অপিজয় সত্য বিশ্ববিদ্যালয়, এইমস ইনস্টিটিউটের মতো বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন মেলার আয়োজক প্রতিষ্ঠান অ্যাফেয়ার্স এক্সিবিশন অ্যান্ড মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সঞ্জীব বলিয়া ও এট্রেজেড স্টাডির উপদেষ্টা শামীম হোসাইন।